আলু দিয়ে
অভিনব
রান্না

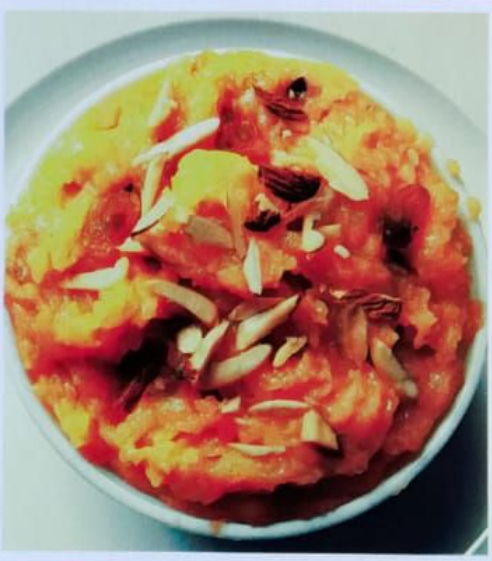

লেখক পরিচিতি

মোঃ আব্দুল আলিমের জন্ম ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাবনাতে। তাঁর বাবা মোঃ ছফর আলী এবং মা মোছাঃ রাবেয়া খাতুন । তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছোট। বৈবাহিক সূত্রে বিবাহিত এবং তাঁর স্ত্রীর নাম তাইয়্যেবা খান। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

লেখাপড়া করেছেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১৪ এবং ২০১৬ সালে যথাক্রমে ফুড টেকনোলজি এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পাশ করেছেন। উল্লেখ্য, উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ন পদক প্রাপ্ত হন।

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও নিজ বিভাগ এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের আওতায় গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন। তারপর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগড়ায় সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগড়ায় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটের ইনচার্জ ও এসডিএফ, ভূটানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের পিআইও এন্ড ফোকাল পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে একাডেমীর প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ১১টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

ইমেইলঃ alim.08017@gmail.com

উৎসর্গ

আমার মেয়ে তিয়াশা আইয়ানা আদিবা' কে

সম্পাদকীয়

বাজারে আর যেকোনও সবজি থাক বা না থাক, আলু মিলবেই। আর একটা ব্যাপার দেখবেন, অন্য সবজি খাওয়া নিয়ে আমাদের নানা বাহানা থাকলেও আলু পছন্দ করেন না, এমন কারও দেখা চট করে মেলে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জন, অর্থনীতির বিকাশ, কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জন ও অধিক জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে ভাতের পাশাপাশি আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। আলু রফতানি এবং সংরক্ষণাগারে রাখার পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটির সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বহুবিধ ব্যবহার বাড়াতে হবে। আমরা যদি আলুকে বিকল্প খাদ্য রুপে ব্যবহার করতে পারি তাহলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পাবে, পাশাপাশি আমাদের দেশের অধিক জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।

বাংলাদেশে ভাত প্রধান খাদ্য এবং আলুকে সবজি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু আলু থেকে নানা মজাদার খাবার তৈরি করা যায় যা অনেকেই জানেন না। এছাড়াও নারীদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রকাশনা থাকা জরুরি। বর্তমান বাজারে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হলেও তা সম্পূর্ণ নয়। বিশেষ করে ধান উৎপাদনে অনেক খরচ বেড়ে যাওয়াই আমাদের আলু খাওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য আলুর বহুমাত্রিক ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার জন্য এই বইটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব খলিল আহমদ (অতিরিক্ত সচিব), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহোদয়ের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে সম্পাদিত ও একাডেমী থেকেই প্রকাশ করা হচ্ছে। এখানে প্রায় আলুর ৫০টি মজাদার খাবারের রেসিপি তুলে ধরা হয়েছে, যা সবার উপকারে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। কিছু ছবি ও রেসিপি ইন্টারনেট/ইউটিউব থেকে সম্পাদিত হয়েছে এবং তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় ও সকল অনুষদ সদস্যদের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও অনুপ্রেরণার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আব্দুল আলিম
সহকারী পরিচালক